Aslaf Academy

লেকচার ২০ : অষ্টম ও নবম হিজরিতে নবীজি (সঃ)।

কোর্স: সিরাহ

www.aslafacademy.com

প্রশিক্ষক: আহমাদুল্লাহ আল - জামি

লেকচার ২০ : অষ্টম ও নবম হিজরিতে নবীজি (সঃ)।

অষ্টম হিজরিতে নবীজি (সঃ) -

হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্রে যেসব শর্ত লিপিবদ্ধ হয়েছিলো, মুসলমানরা পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে সেগুলো পালন করে আসছিলেন। কিন্তু ৮ম হিজরিতেই কুরাইশরা সেই সন্ধি ভঙ্গ করে। তখন নবীজি একজন দূত পাঠিয়ে চুক্তিনামা নবায়নের জন্য কুরাইশদের সামনে কিছু শর্ত উপস্থাপন করেন এবং শেষের দিকে লিখে দেন যে, এ শর্তগুলো তাদের মনঃপুত না হলে হুদাবিয়ার সন্ধি ভেঙে গিয়েছে বলে মনে করা হবে। কিন্তু জিঘাংসী কুরাইশরা সন্ধি ভঙ্গের প্রস্তাবই গ্রহণ করলো।

মক্কা বিজয়ের পথে নবীজি (সঃ) -

কাফেরদের সন্ধি ভঙ্গ দেখে নবীজি জিহাদের পূর্ণ প্রস্তুতি শুরু করেন এবং অষ্টম হিজরির রমজান মাসে দশ হাজার সাহাবার বিরাট এক বাহিনীকে সাথে নিয়ে মদিনা থেকে বের হন। মক্কার উপকণ্ঠে পৌঁছলে কুরাইশ সরদার আবু সুফিয়ান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে এসে বন্দি হয়, কিন্তু নবিজির কাছে নিয়ে গেলে তিনি ঈমান গ্রহণ করে। এবং নবীজির কাছে রক্তপাতহীনতা কামনা করেন। নবীজি তার আবেদন গ্রহণ করেন। এরপর হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদকে মুসলিম-বাহিনীর একটি অংশসহ উপর দিকের রাস্তা দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করার জন্য প্রেরণ করেন। তাদেরকে বলে দেন যে,‘কেউ তোমাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত না হলে তোমরাও সংঘর্ষে লিপ্ত হবে না।’

এদিকে নবীজি স্বয়ং অপর প্রান্ত দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন এবং সাধারণ ঘোষণা দেন, ‘যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, সেও নিরাপদ। যে ব্যক্তি নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দেবে, সেও নিরাপদ।’ অবশ্য তিনি ১১ জন পুরুষ ৪ জন নারীর রক্ত ক্ষমা করেননি। কারণ, তাদের অস্তিত্বই ছিল যাবতীয় বিশৃঙ্খলার মূল। কিন্তু তারা প্রায় সকলেই পালিয়ে যায়। পরে তাদের অনেকেই মক্কা বিজয়ের পর মদিনায় পৌঁছে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এরপর নবীজি কা'বা তাওয়াফ করেন। এবং কাবা চত্বরে থাকা ৩৬০ টি মূর্তি নিজ হাতে ভেঙে ফেলেন। এখানে অনেকে বলে থাকে, 'ম্যারি'র একটি মূর্তির কারুকাজ দেখে নবিজি মুগ্ধ হয়ে তা ভাঙ্গতে নিষেধ করেন, নাউযুবিল্লাহ। এই তথ্যটি সম্পূর্ণ ভুল। বরং, সব মূর্তিই নবিজি ভেঙে ফেলেছেন আরো কিছু

আনুষ্ঠানিকতার পর নবীজি কাবা চত্বরে দাঁড়িয়ে কাফেরদের সকল দ্বিধা, উৎকণ্ঠা ও ভীতির অবসান ঘটিয়ে বললেন, 'তোমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরাপদ।'

মক্কা বিজয়ের দিন এক ব্যক্তি মৃত্যুর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে নবীজির দরবারে উপস্থিত হলে তিনি বললেন— 'শান্ত হও, আমি কোনো রাজা-বাদশা নই, একজন সাধারণ মায়ের সন্তান।' এরকম আরো অসংখ্য ক্ষমার দৃশ্য আমরা সিরাতের পাতায় দেখতে পাবো। পৃথিবীর ইতিহাসে যা বিরলতম ঘটনা।

মক্কা বিজয়ের পর ১৫ দিন নবীজি সেখানে অবস্থান করেন। এ সময় মদিনার আনসারগণ এ কথা ভেবে মনে কষ্ট পাচ্ছিলেন, এখন হয়তো নবীজি মক্কাতেই থেকে যাবেন, আর আমরা তাঁর নিকট থেকে দূরে থেকে যাবো। কিন্তু নবীজি তাঁদের এই সংশয় আঁচ করতে পেরে বললেন, 'এখন তো আমার জীবন-মরণ তোমাদেরই সাথে জড়িত।'[1]

হুনাইনের যুদ্ধ -

মক্কা বিজয়ের পর সাধারণভাবে আরবের লোকেরা বিপুল সংখ্যায় ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। এদের মধ্যে এমন অনেক লোক ছিলেন, যারা ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও কুরাইশদের প্রতিপত্তির ভয়ে ইসলাম গ্রহণে বিলম্ব করছিলেন এবং মক্কা বিজয়ের অপেক্ষা করছিলেন। এখন তাদের সকলেই দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করলেন। অবশিষ্ট আরবদেরও এমনশক্তি বা সাহস ছিলো না যে, তারা ইসলামের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। কিন্তু হাওয়াযিন ও সাকিব নামে দু'টি গোত্র হিংসার বশবর্তী হয়ে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য মক্কার দিকে অগ্রসর হয়। নবীজি এ ব্যাপারে অবগত হয়ে ১২ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনীকে তাদের মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত করেন। এঁদের মধ্যে ১০ হাজার ছিলেন আনসার ও মুহাজির। যাঁরা মক্কা বিজয়ের সময় মদিনা হতে নবীজির সাথে এসেছিলেন। আর ২ হাজার ছিলেন নওমুসলিম। যাঁরা মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এটা ছিল তখন পর্যন্ত মুসলিম-বাহিনীর সবচেয়ে বড় সংখ্যা।

মুসলিমরা হুনাইন প্রান্তরে উপনীত হলে, পাহাড়ের ঘাঁটিতে আত্মগোপনকারী শত্রুরা অতর্কিতভাবে মুসলমানদের উপর হামলা করে। যেহেতু তখনও সৈন্যদের ব্যূহ-বিন্যাসই সম্পন্ন হয়নি, তাই মুসলিম-বাহিনীর সম্মুখভাগ পিছু হটতে থাকে। তাছাড়া মুসলমানরা নিজেদের সংখ্যাধিক্যকে বিজয়ের কারণ ভেবেছিলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো ব্যক্তির মুখ থেকেও বের হয়ে গিয়েছিল, 'আজ আমরা পরাজিত হতে পারি না।' তাই আল্লাহ

[1] আস সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ, পৃ: ৩২৮-৩৪৬

পবিত্র কুরআনে তাদেরকে সতর্ক করার পাশাপাশি যুদ্ধে প্রাথমিক রণভঙ্গ করে দিয়ে সতর্ক করেছেন।

লোকদেরকে পিছু হটতে দেখে নবীজির নির্দেশে হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানদেরকে এক বীরত্বব্যঞ্জক আওয়াজ দ্বারা দৃঢ় থাকার আহ্বান জানালেন। এতে রণভঙ্গ বাহিনী পুনরায় সুদৃঢ় হয়ে যায় এবং উভয় দলের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। নবীজি অত্যন্ত বীরত্ব প্রদর্শন করেন এ যুদ্ধে। তিনি কাফেরদের উদ্দেশ্যে একমুষ্টি মাটি নিক্ষেপ করলে তাদের চোখ আক্রান্ত হয় এবং তারা পিছু হটে। ফলে মুসলমানদের বিজয় নিশ্চিত হয়। এ যুদ্ধে বিপুল পরিমাণ সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়। নওমুসলিমদের মাঝে নবীজি সেসব বন্টন করে দেন।[2]

নবম হিজরিতে নবীজি (সঃ) -

মক্কা বিজয়ের পর ইসলামের যে শক্তি অর্জিত হয়েছে, এতে তৎকালীন সুপার পাওয়ার রোম সাম্রাজ্য শঙ্কিত হয়ে পড়ে। এবং তারা মদিনায় আক্রমণের ঘোষণা দিয়ে বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করে। নবীজিও তাদের প্রতিহত করার প্রস্তুতি শুরু করেন। এবং সিদ্ধান্ত হয় মদিনার বাইরে তাবুক প্রান্তরে মুসলিম বাহিনী রোমের মুখোমুখি হবে। কিন্তু তাবুক ছিল মদিনা থেকে অনেক দূরে। তাছাড়া তখন প্রচণ্ড গরমের সময় ছিল। মুসলমানদের কাছে এত দীর্ঘ সফরের পাথেয়ও ছিল না। এদিকে তখন ফসল কাটার সময় চলছিল। যা ঠিকঠাক না হলে পরবর্তী বছর মুসলমানদের অভুক্ত থাকতে হবে। ফলে সাহাবাদের জন্য এই যুদ্ধটা ঈমান পরীক্ষার বস্তু হয়ে যায়। ফলে এ যুদ্ধে মুনাফিকরা চিহ্নিত হয়ে যায়। নানা অজুহাতে তারা জিহাদে অংশগ্রহণ করেনি। এ যুদ্ধটা ছিল ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে কঠিনতম যুদ্ধ। কিন্তু নবীজি হাল ছাড়েননি। তিনি যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে দেন। এবং যার কাছে যা আছে, তা নিয়েই যুদ্ধে যেতে বলেন। মুসলিমরা সামর্থের সবটুকু দিয়ে দেয়। এভাবে ৩০ হাজার সাহাবীদের নিয়ে নবীজি মদিনা ত্যাগ করেন। মদিনায় মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা ও আলী রাদিআল্লাহু আনহুমাকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যান। কিছুদূর যেতেই এ বিশাল বাহিনীর খাদ্য ও পানীয় সংকট দেখা দেয়। এরপরও সাহাবায়ে কেরাম তাবুকের ময়দানে উপস্থিত হন। কিন্তু

[2] আস সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ, পৃ: ৩৪৭-৩৫২

রোমীয়রা ভয় পেয়ে যায়। তাদের বাহিনীতে ৪০ হাজার সৈন্য থাকলেও তারা ভয়ে ময়দানে আসেনি। নবীজি ১০ দিন তাবুক প্রান্তরে শত্রুদের অপেক্ষায় থেকে বিজয়ী হয়ে চলে আসেন। ফলে রোমের অনেক গোত্র নবীজির সাথে সন্ধি করে নেয় এবং কর দিতে বাধ্য হয়।[3]

তাবুক থেকে ফিরে এসে নবীজি মুনাফিকদের আড্ডা মসজিদে যিরারকে গুঁড়িয়ে দেন। আবার মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মারা গেলে তার জানাযা পড়ান। এ হিজরিতেই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হজের আমির বানিয়ে পাঠান। এবং সুরা তাওবা নাযিল হলে পরবর্তী বছর থেকে সকল মুশরিকদের হজ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। [4]

শিক্ষণীয় বিষয় -

১. ইসলামে নাস্তিক মুরতাদদের বিধান কী? মক্কা বিজয়ের ঘটনায় তা আমরা বাস্তবে দেখেছি। অর্থাৎ, যারা সরাসরি ইসলামকে আক্রমণ করে কথা বলে, আল্লাহ আল্লাহর রাসুলকে গালি দেয়, তাদেরকে ইসলামী রাষ্ট্র ফাঁসি দেয়ার বিধান তো কুরআন হাদিসের আছে-ই। কিন্তু এরপরও কিছু মানুষ ধোঁয়াশা সৃষ্টি করতে চায়। নবিজির আমলের মাধ্যমে তা স্পষ্ট হয়ে গেছে। নবিজি সবাইকে মাফ করলেও তাদেরকে মাফ করেননি। বরং, কাবার গিলাফ জড়িয়ে থাকলেও তাদের হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন...

২. জিহাদের ময়দানে মুসলিমরা যে শক্তির জোরে নয়, বরং আল্লাহর সাহায্যে বিজয়ী হয়; হুনাইনের যুদ্ধে আল্লাহ তা হাতেনাতে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এজন্য কোনকাজেই নিজের শক্তি সামর্থ্যের বড়াই নয়, বরং আল্লাহ তায়ালার তাওফিকের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে।

---

[3] আস সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ, পৃ: ৩৬১-৩৬৮

[4] আস সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ, পৃ: ৩৭৫